APR. 04 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

নেপথ্য কাহিনী

শিহাবকে যেভাবে টুকরা টুকরা করা হলো

শংকর কুমার দে ॥ এক খুনীর লোমহর্ষক খুনের স্বীকারোক্তি। মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে খুন করা হয় কিশোর শিহাবকে। মসজিদ থেকে তখন ভেসে আসছিল মুয়াজ্জিনের সুমধুর মাগরিবের আজানধ্বনি। রাজধানীর

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

শিহাবকে যেভাবে

(প্রথম পাতার পর)

গোড়ানের ক্লাবঘরে বসে আছে শিহাব। রাসেল চা এনে দেয়। খুনীরা আপন মনে চা পান করে। রুবেল ক্লাবঘরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে। রাজু ঈশারা দিতেই এগিয়ে যায় লিটন। শিহাবের কাছে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার দুই হাতকে পিছমোড়াভাবে বেঁধে ফেলার মতো করে লিটন তাকে জাপটে ধরে। ঝড়ের গতিতে নাসিম এসে চেপে ধরে শিহাবের মুখ। সাইদ আচমকা আক্রমণ করে শিহাবকে গরু জবাই করার মতো মাটিতে শুইয়ে ফেলে। রাজু এসে তার বুকে বসে গলা চেপে ধরে। মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে খুন হয়ে যায় শিহাব। শিহাবের লাশ ক্লাবঘরের টিনের আগলা দরজা দিয়ে ঢেকে ক্লাবঘর তালাবদ্ধ করে খুনীরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। সূর্য ডুবে তখন রাতের কালো আঁধার নেমে এসেছে।

এবার শুরু হয় শিহাবের লাশ গুম করার শলাপরামর্শ। রাজু সহযোগীদের বলে এত বড় লাশ নেয়া যাবে না। মানুষজন দেখে ফেলবে। লাশটি পিস (টুকরা) করে নিতে হবে। খুনীদের একজন যায় ক্ষুর আনতে সেলুন দোকানে। সেলুন থেকে ক্ষুর দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কথা বলে রাজুকে। রাজু পকেট থেকে ৫০ টাকা বের করে চাকু আনতে দেয়। খুনীদের একজন ৫৫ টাকা দিয়ে দু'টি ধারালো ছোরা কিনে আনে। তখন রাত প্রায় দশটা।

ক্লাবঘরে বিদ্যুত নেই। মোমবাতি জ্বালিয়ে শুরু হয় শিহাবের লাশ পিস করার পালা। শিহাবের কোমরের অংশের দিক দিয়ে তাকে দুই খণ্ড করে খণ্ডিত করা হয়। রাজু ও তার সহযোগীরা এক এক করে দুই হাত, দুই পা খণ্ড-বিখণ্ড করে ১২ খণ্ডে বিভক্ত করে। তার পর তারা আনে সিমেন্টের ব্যাগ। সিমেন্টের ব্যাগে ভর্তি করা হয় শিহাবের লাশের ১২ খণ্ড।

ক্লাবঘরের টিনের চাল বেয়ে অন্য অংশে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এক ফাঁকা জায়গায় সিমেন্টের ব্যাগে ভরা শিহাবের লাশের নিচের অংশ পুঁতে ফেলা হয়। চাকু ক্রয়, সিমেন্টের ব্যাগ সংগ্রহ, লাশ ১২ খণ্ড করাসহ ক্লাবঘরের পাশে নিচের অংশ পুঁততে গিয়ে ঘটনার রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। কাকভোরে তখন আবার মসজিদ থেকে ভেসে আসছে ফজরের নামাজের জন্য মুয়াজ্জিনের সুমধুর আজানের ধ্বনি। খুনীরা ফিরে এসে চলে যায় যার যার বাড়িতে। আবার পরের রাতে শুরু হয় খণ্ড-বিখণ্ড লাশ গুম করার পালা।

বেবিযোগে খুনীরা মাথা ও দেহের অংশ নিয়ে যায় গোড়ানের ঝিলের পাড়ে। পানির নিচে পুঁতে রাখে মাথা ও দেহের খণ্ডিত অংশ। তার পর হাত ও পা নিয়ে যায় সিপাহীবাগে। সিপাহীবাগ, গোড়ানের ঝিল ও গোড়ানে–এই তিন স্থানে মাটিতে-পানিতে পুঁতে-গুঁজে রেখে দেয় শিহাবের লাশের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ।

কিশোর শিহাবকে যেই খুনীরা নৃশংসভাবে খুন করেছে তাদের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। এই বয়সের খুনীরা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে খুন করে লাশ গুম করার পর মুক্তিপণ আদায়ের চাপ প্রয়োগ সকল মহলকেই বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। আতঙ্ক, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে দেয়ার নায়ক খুনীরা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অনুশোচনাবিহীন, নির্বিকার। নামতার মতো গড় গড় করে খুনীরা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিচ্ছে লোমহর্ষক এই খুনের।